দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 DEC 1991
পৃষ্ঠা... ৫ ... কলাম ... ৩...

26 ৩৫

শিক্ষাঙ্গন

ব্যবহারিক সাক্ষরতা

বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিকাশশীল দেশগুলোতে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবহারের উপর। সর্বস্তরে উৎপাদন বৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হলে তবেই নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবহার বাড়াতে পারে। উৎপাদনের উৎসমুখে যে জনশক্তি কাজ করে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা গেলে দেশের সামগ্রিক উৎপাদন নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। যে কোন শিক্ষা লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে সাক্ষরতা অর্থাৎ অক্ষর জ্ঞান। সাক্ষরতার অভাবে জনগণ উৎপাদনের প্রয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণ করতে পারে না বলে তাদের কোন উন্নয়ন প্রচেষ্টা ফলফপ্রসূ হয় না। ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জনগণকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে সাক্ষরতার ব্যাপক বিস্তৃতি দরকার।

সাক্ষরতা সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। সাক্ষরতার সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে যে, কল-কারখানায় এক বছরের শিক্ষানবিসীর ফলে একজন নিরক্ষর শ্রমিক দক্ষতা বাড়ে শতকরা মাত্র ১২ থেকে ১৬ ভাগ। অথচ এক বছরের চেষ্টায় অর্জিত সাক্ষরতা একজন শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায় গড়পড়তা ৩০ ভাগ। কাজেই একথা নিশ্চিতভাবে বল যায় যে, উৎপাদনমুখী সকল কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রধান বাধা নিরক্ষরতা। সারাদেশে প্রায় ৭০ লক্ষ নিরক্ষর অদক্ষ শ্রমিক কল-কারখানায় কাজ করে। অক্ষরজ্ঞান দিতে পারলে তাঁরা যে, দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অসামান্য অবদান রাখতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আবার নিরক্ষর লোকদের শতকরা ৮৫ ভাগই ছড়িয়ে আছে ক্ষেতেখামারে। তাদের সাক্ষর করা সম্ভব হলে কৃষি কাজে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যান্ত্রিক চাষাবাদের কলা কৌশল সার্থকভাবে প্রয়োগ করে তারা কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পারে।

অপরিকল্পিত বা উদ্দেশ্যহীন সাক্ষরতা লক্ষ্য অর্জনে কোন বাস্তবা অবদান রাখতে পারে না। সাক্ষরতা যদি ব্যবহারিক প্রয়োজনে কাজে না লাগে তবে তা নিতান্তই নিরর্থক। তাই শুধুমাত্র সাক্ষরতা বা গতানুগতিক সাক্ষরতা নয় "ফাংশনাল লিটারেসি" বা ব্যবহারিক সাক্ষরতাই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। ইউনেস্কোর সংজ্ঞা অনুসারে; অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের অংগ হিসাবে গৃহীত সাক্ষরতা কার্যক্রমই ব্যবহারিক সাক্ষরতা। ১৯৬৫ সালে সেপ্টেম্বরে তেহরানে অনুষ্ঠিত নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিষয়ে শিক্ষা-মন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রস্তাব করা হয় যে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে হবে।

কাজের মাধ্যমে সাক্ষরতাদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। যে ব্যক্তি যে পেশায় নিয়োজিত থাকে সেই পেশা বা বৃত্তির মাধ্যমে সাক্ষরতাদান করতে পারলে সাক্ষরতা ত্বরান্বিত হবে। যে শ্রমিক যন্ত্রপাতি চালনা করবে তাকে যন্ত্রের প্রকৃতি এবং যে কৃষক মাটি চাষ করবে তাকে মাটির গুণাগুণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। যা তাদের শেখাতে হবে তা যেন তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে এবং সেই সঙ্গে তাদের কাছে আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক বলে মনে হয়। আবার এমনভাবে তাদের শেখাতে হবে যাতে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম চলে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের কাজটিও সম্পন্ন হয়। এতে তারা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হবে, শিক্ষা গ্রহণের অর্থ খুঁজে পাবে। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কাজের সময় শিখতে এবং শেখার সময় কাজ করতে আমরা অভ্যস্ত নই। এই গতানুগতিক অভ্যাস ছেড়ে কাজ এবং শিক্ষাকে এক সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে হবে।

ব্যবহারিক সাক্ষরতাদানের লক্ষ্যে উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনার সময়ে স্থানীয় চাহিদা, শিক্ষার্থীদের পেশাবৃত্তি প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এমনকি মহিলাদের গৃহস্থালীর উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে প্রয়োজন হবে বিভিন্ন পেশা ও স্থানীয় চাহিদার তারতম্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকমের পাঠ্যপুস্তক।

শিশুদের অক্ষরজ্ঞান দান আর বয়স্কদের অক্ষরজ্ঞান দানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটুকু অনুধাবন করে তাদের সাক্ষরতা অর্জনে উন্মুখ করে তুলতে হবে। দেশ-বিদেশের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে নিরক্ষরদের দেখাতে হবে যে, নিরক্ষরতা কুসংস্কার বাড়ায়, ব্যক্তিকে দরিদ্র করে। কাজের নিপুণতা ক্ষুণ্ণ করে। অপরদিকে সাক্ষরতা আর্থিক সমৃদ্ধিতে সহায়তা করে, জীবনযাত্রার মান উন্নত করে, কর্মদক্ষতা বাড়ায় এবং মনের প্রসার ঘটায়।

বয়স্কদের সাক্ষরতাদান করা যেমন প্রয়োজন, তাদের অর্জিত সাক্ষরতা টিকিয়ে রাখা তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তক তথা পাঠ উপযোগী পত্র-পত্রিকার অবিরাম সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মাতৃভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাসমূহ এ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মনে রাখতে হবে, দেশের এগারো কোটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থানের সংস্থান করা অবশ্যই দুরূহ কাজ। কিন্তু তাই বলে আমরা এ কাজ থেকে বিরত থাকি না। তবে কোন যুক্তিতে সাড়ে ৫ কোটি বয়স্ক নিরক্ষর মানুষকে লেখাপড়া শেখানোর কাজকে দুরূহ বলে মনে করতে হবে? সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিহার করে উপযুক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে আমাদের সাক্ষরতা অভিযানে এগিয়ে আসতে হবে।

—মুহাম্মদ আবদুল আজীজ শেখ